প্রথম আলো

তারিখঃ ১৯/০১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৬)

গাজীপুর

কর্মশালা শুরু

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) আটটি হাইব্রিডসহ ১১৫টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। গতকাল শনিবার গাজীপুরের ব্রি মিলনায়তনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় এ তথ্য জানানো হয়। সকালে কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়া। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্রি মহাপরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন খান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান নাজমুন নাহার করিম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক সাইফুল আলম। বক্তব্য দেন ব্রি পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) মো. আনোয়ারুল হক। কর্মশালায় বাংলাদেশে এফএও (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা) প্রতিনিধি ডজিয়াওকুন শি অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং কৃষক প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিআরআরআই, বিএআরআই, বিএআরসি, ডিএই এবং আইআরআরআইসহ বিভিন্ন সংস্থার বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিদের একত্র করা হয়েছিল।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

তারিখঃ ১৯/০১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০২)

ব্রি উদ্ভাবিত জাত থেকে দেশের ৯০ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়

ব্রির বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালায় তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-ব্রির আটটি হাইব্রিডসহ মোট ১১৫টি উফশী ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। যার মধ্যে বেশকটি প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল এবং উন্নত পুষ্টিগুণসম্পন্ন। বর্তমানে দেশের ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতের চাষাবাদ হয়। আর এ থেকে আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ। আর এরই ফলে দেশে আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া সত্ত্বেও দেশে ধান উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ।

গতকাল শনিবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-ব্রির মিলনায়তনে ছয় দিনের 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩-২৪-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানান কৃষি বিজ্ঞানীরা।

গাজীপুরে ব্রি সদর দপ্তরের মিলনায়তনে ওই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন-বিএডিসি চেয়ারম্যান মো. রুহুল আমিন খান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-বিএআরসি নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. ছাইফুল আলম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ব্রির কার্যক্রম জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফলে ব্রি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। ব্রির এ অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, ১৮ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্রি নিরলসভাবে কাজ করছে। ব্রির গবেষণা কার্যক্রম বিশ্বের কাছে উদাহরণ। ব্রির মহাপরিচালক জানান, ভাতের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণে ব্রি গবেষণা জোরদার করেছে।

কর্মশালায় ব্রি, বারি, বিএআরসি, ডিএই, ইরিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধানগবেষণাও সম্প্রসারণ কাজের অর্জন ও অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

দৈনিক সংগ্রাম

তারিখঃ ১৭/০১/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৫)

ব্রিতে দুই পরিচালকের যোগদান

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুরঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে দুজন পরিচালক যোগদান করেছেন। দেশের বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো. আনোয়ারুল হক বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) পদে (চলতি দায়িত্ব) এবং দেশের বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ড. মো. রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর পরিচালক (গবেষণা) পদে (রুটিন দায়িত্ব) গত বৃহস্পতিবার যোগদান করেছেন। ব্রি'র প্রকাশনা ও জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মোঃ রাশেল রানা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ড. মোঃ আনোয়ারুল হক এর আগে শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে এ ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে গত ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে তার ৩২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ড. মো: রফিকুল ইসলাম ১৯৭১ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার হালুয়াকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে বিএসসি (এজি) সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশ- বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে তার ৮০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, সিঙ্গাপুর, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন।